সিটিং-এর নতুন ভোর: হোমস্টে পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত

ডঃ সায়ন্তী কর

অধ্যাপিকা

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

আশুতোষ কলেজ

দার্জিলিং জেলার সিটিং গ্রাম একসময় ছিল শুধুই একটি নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রাম। কমলালেবু চাষ আর চা-বাগান ছিল এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। কিন্তু চায়ের দাম কমে যাওয়ায় এবং কৃষিতে বারবার ক্ষতির মুখে পরায় সিটিংয়ের মানুষদের জীবনে দেখা দিয়েছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক পরিবার আর্থিক সংকটের কারণে তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা বজায় রাখতে পারছিল না। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছিল।

সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আলো হয়ে এলো এক নতুন ধারণা – হোমস্টে পর্যটন। এটি প্রথমে কয়েকজন উদ্যমী উদ্যোক্তার হাত ধরে শুরু হয়, যারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সিটিংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ এবং স্থানীয় সংস্কৃতি পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারে।

শুরুটা কীভাবে হলো?

দুলালদা, গ্রামের একজন চাষি, একসময় তার ছোট্ট বাড়ির আঙিনায় বসে ভাবছিলেন, "এভাবে চললে কীভাবে সংসার চলবে?" তার ছেলে রাজু তখন শহরে পড়াশোনা করছিল। ছুটির সময় বাড়ি ফিরে রাজু বাবাকে একটি প্রস্তাব দিল – "বাবা, আমাদের বাড়িটিকে একটু সাজিয়ে যদি পর্যটকদের থাকার জন্য ভাড়া দিই, তাহলে কেমন হয়? এটা এখন অনেক জায়গায় চলছে।"

প্রথমে দুলালদা রাজুর কথায় খুব একটা ভরসা পাননি। তবে রাজু বোঝাল, "শহরের মানুষ পাহাড়ে আসতে ভালোবাসে। তারা যদি আমাদের গ্রামে থেকে এখানের খাবার খায় আর আমাদের জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে এটি আমাদের জন্য আয়ের একটি ভালো উৎস হতে পারে।"

প্রথমদিকে এই উদ্যোগটি ছিল অনেকটাই পরীক্ষামূলক। কয়েকটি পরিবার তাদের বাড়ির অপ্রয়োজনীয় ঘরগুলো পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে

সাজিয়ে তুলল। পর্যটকদের জন্য আরামদায়ক বিছানা, পরিষ্কার বাথরুম এবং জানালার পাশে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ছোট্ট একটি কফি খাওয়ার ঘর তৈরি করা হলো। একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ দিতে গৃহিণীরা মনোযোগ দিলেন নতুন ধরনের রান্নার উপস্থাপনায়।

হোমস্টের অতিথিরা যখন প্রথমবারের মতো সিটংয়ে এলেন, তারা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শহরের কোলাহল ছেড়ে এখানে এসে তারা যেন নতুন এক জগতে প্রবেশ করলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে স্থানীয়দের আন্তরিক আতিথেয়তা তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলল। সকালে ঘুম ভেঙে পাহাড়ের হিমেল হাওয়া, পাখির ডাক আর গ্রামের সজীব পরিবেশ তাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলল।

ধীরে ধীরে সিটংয়ের বেশ কয়েকটি পরিবার এই উদ্যোগে নিজেদের যুক্ত করতে শুরু করল। এটি কেবল তাদের আয়ের একটি নতুন উৎস হয়ে উঠল না, বরং পর্যটকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধও বাড়াল অনেকটা। অতিথিদের কাছে গ্রামবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গান, নাচ এবং গল্পের মাধ্যমে তাদের গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করতে শুরু করল।

হোমস্টে মডেলটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার একটি উপায় ছিল না, বরং এটি স্থানীয় জনগণের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল। এটি গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রায় এনে দিল এক নতুন মাত্রা। পর্যটকদের আতিথেয়তা প্রদানের মাধ্যমে শুধু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া নয়, তারা তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করল। অনেক পরিবার তাদের বাড়ি পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করে পর্যটকদের জন্য আরও আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে শুরু করল। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান তৈরি হলো, অন্যদিকে গ্রামের সৌন্দর্য এবং পরিকাঠামোতেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিল।হোমস্টে পর্যটনের এই মডেলটি শুধু ঘরের ভাড়া থেকেই আয় সীমাবদ্ধ রাখেনি। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে স্থানীয় কমলালেবুর বাগানগুলোকে কেন্দ্র করে বিশেষ ভ্রমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যটকরা নিজেরাই কমলালেবু সংগ্রহের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারে, যা তাদের কাছে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা পড়ল। কমলা চাষের মাধ্যমে আয় বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের কৃষকরাও এই উদ্যোগের সুফল পেতে শুরু করেছে।

এছাড়া, স্থানীয় হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়েছে। গ্রামের মহিলারা তাদের তৈরি বাঁশের সামগ্রী, কাঠের পুতুল, কমলালেবুর আচার এবং পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী পোশাক বিক্রি করে উপার্জন করছে। এর ফলে শুধু তাদের আর্থিক স্বাধীনতাই বৃদ্ধি পায়নি, বরং তারা নিজেদের সৃষ্টিশীলতার জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রামের বাচ্চারাও পর্যটকদের গান আর নাচ পরিবেশন করে আনন্দ দিতে শুরু করেছে।বর্তমানে স্থানীয় যুবসমাজ এই উদ্যোগের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

তারা পর্যটকদের জন্য গাইডের কাজ শুরু করেছে, যেখানে তারা পাহাড়ি পথ, জলপ্রপাত এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে শুরু করেছে। তাদের এই উদ্যোগ পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ আরও সহজ এবং স্মরণীয় করে তুলছে।

পর্যটকদের জন্য স্থানীয় খাবার একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ি রান্নার স্বাদ এবং গ্রামীণ উপাদানের ব্যবহার পর্যটকদের মন জয় করেছে। এতে গ্রামের মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এটি তাদের জন্য নতুন আয়ের পথ খুলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে হোমস্টে পর্যটন গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

সব মিলিয়ে, হোমস্টে মডেলটি সিটং গ্রামে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা করেনি, বরং এটি এক

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে, যেখানে গ্রামবাসীরা তাদের সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পাশাপাশি নিজেদের জীবনের মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। এটি একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা দেখিয়েছে কীভাবে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব।

হোমস্টে পর্যটনের ধারণাটি কেবলমাত্র সিটং গ্রামে নয়, বরং পর্বত অঞ্চলের উন্নয়নে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রো-পুওর ট্যুরিজম (Pro-poor Tourism) ধারণাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যটনকে ব্যবহার করার উপর জোর দেয়। পর্বত অঞ্চলে প্রো-পুওর ট্যুরিজমের গুরুত্ব আরও বেশি কারণ এই অঞ্চলগুলি প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। এই প্রেক্ষিতে, হোমস্টে পর্যটন স্থানীয় মানুষদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয় এবং তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।

বিশ্বজুড়ে হোমস্টে প্রকল্পের সফল উদাহরণ যেমন লাদাখ কারজোক হোমস্টে উদ্যোগ, নেপালের হুমলা প্রকল্প, বা পাকিস্তানের হুনজা ভ্যালির হোমস্টে প্রোগ্রাম—প্রতিটিই দেখিয়েছে যে এই উদ্যোগগুলি স্থানীয়দের জন্য আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন করেছে, পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে।তবে, এই উদ্যোগগুলির চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অবকাঠামোর অভাব, সরকারি সহায়তার অভাব, এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি এসব প্রকল্পের সাফল্যকে মাঝেমধ্যে বাধাগ্রস্ত করে। তবুও, সঠিক নীতি এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে হোমস্টে পর্যটন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

ছবিঃ সংগৃহীত

সিটং গ্রামে দুলালদা-র উদ্যোগ সেই ধারারই একটি অংশ।রাজু এবং তার পরিবার বাড়ির একটি ঘর ঠিক করে সাজিয়ে তুলল। তারা জানালার পাশে একটি ছোট টেবিল রাখল, পরিপাটি বিছানা দিল, আর অতিথিদের জন্য একটি নতুন বাথরুম বানাল। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করতে শুরু করল দুলালদা-র স্ত্রী সুমিত্রা দেবী। অতিথিসেবাতে তাদের বাড়ির মেনুতে যোগ হলো থুকপা, মোমোর মতো পাহাড়ি খাবার।

প্রথম পর্যটকরা যখন সিটং-এ এল, তখন তারা শুধু দুলালদা-র বাড়ির আতিথেয়তা নয়, সিটং গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা বলল, "আপনারা এত ভালোভাবে আমাদের আপ্যায়ন করেছেন যে আমাদের মনেই হচ্ছে না আমরা বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আছি।"

এটি কেবল একটি পরিবার বা একটি অংশ নয়, বরং পুরো গ্রামের জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করল। দুলালদা-র বাড়ি থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে অন্যান্য বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। হোমস্টে পর্যটনের মাধ্যমে সিটং গ্রামের চাষাবাদের উপর নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেল।দুলালদা-র বাড়ি থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে অন্যান্য বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস্টে পর্যটনের মাধ্যমে সিটং গ্রামের চাষাবাদের উপর নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেল। আগে যেখানে গ্রামের মানুষ মূলত কমলালেবু চাষ বা চা-বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, সেখানে এখন তারা নতুন নতুন পেশার সন্ধান পেল। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করতে, গ্রামের পরিকাঠামোতেও উন্নয়ন সাধিত হলো। পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করার জন্য রাস্তা সংস্কার করা হলো। জল সরবরাহ এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে গ্রামবাসীরাও এর সুবিধা পেল। এই উন্নয়ন শুধু পর্যটন শিল্পকেই মজবুত করেনি, বরং গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানও উন্নত করেছে।

পর্যটনের মাধ্যমে সিটং গ্রামে একটি নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরেছে, হোমস্টে পর্যটন শুধু তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার নয়, বরং এটি তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।সিটং এখন সত্যিই দার্জিলিংয়ের হৃদয়ে এক নতুন ভোর।

sayanti.kar@asutoshcollege.in

****